মেহেরপুরের মুজিবনগরে বোমা সাদৃশ বস্তু উদ্ধার

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুরে পাঁচ দিনের ব্যবধানে এবার লাল টেপ মোড়ানো বোমা সাদৃশ বস্তু উদ্ধার করেছে পুলিশ।

গতকাল বুধবার সকালে উপজেলার দারিয়াপুর ইউনিয়নের কদমতলা রোড এলাকা থেকে বস্তুটি উদ্ধার করা হয়। এর আগে গত ৩১শে জানুয়ারি সকালে এবং বিকেলে দারিয়াপুরের দুটি জায়গা থেকে লাল টেপ মোড়ানো ককটেল সাদৃশ বস্তু উদ্ধার করে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দারিয়াপুর গ্রামের আকামত আলীর ছেলে আল আমিন এর বাড়ির পাশে পাকা রাস্তার ড্রেনের মধ্যে লাল কসটেপ দ্বারা পেচােনো একটি বোমা সাদৃশ বস্তু যার তিনমূখী তার সংযুক্ত এবং তিনটি অংশ কালো কসটেপ দিয়ে পেচানো অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দারিয়াপুর গ্রামে কদম তলা রোডে আকামত আলীর ছেলে আল আমীন এর বাড়ির দক্ষিণ পাশে পাকা রাস্তার ড্রেনের মধ্যে বোমা সাদৃশ বস্তুটি পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়দের সন্দেহ হলে তারা মুজিবনগর থানা পুলিশকে খবর দেয়। মুজিবনগর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বস্তুটি উদ্ধার করে নিষ্ক্রিয় করার উদ্দেশ্যে থানায় নিয়ে যায়।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহিদুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, ‘খবর পাওয়ার পরপরই পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেয় এবং বস্তুটি উদ্ধার করে। এটি আসলেই কোনো বিস্ফোরক কি না, তা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। এ বিষয়ে আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

ওসি বলেন, ‘কে বা কারা, কী উদ্দেশ্যে এটি সেখানে রেখেছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তবে এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।’

আবেদন করেননি কারাবন্দি আ.লীগের নেতারা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে মেহেরপুর জেলায় পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য মোট ৬ হাজার ৬৬২ ভোটার নিবন্ধন করেছেন। এর মধ্যে সংসদীয় আসন ৭৩, মেহেরপুর-১ আসনের জন্য ৩ হাজার ৫২০ এবং সংসদীয় আসন ৭৪, মেহেরপুর-২ আসনের জন্য নিবন্ধন করেছেন ৩ হাজার ১৪২ ভোটার।

এদিকে কারাগার থেকে ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ চালু হওয়ায় মেহেরপুর জেলা কারাগার থেকে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন করেছেন ২২ বন্দি ভোটার। তবে কারাগারে থাকা সাবেক ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের একাধিক প্রভাবশালী নেতা এ সুযোগের জন্য আবেদন করেননি।

জানা গেছে, সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, ফরহাদের স্ত্রী মোনালিসা, ভাই সরফরাজ হোসেন মৃদুল, ভগ্নিপতি বাবলু বিশ্বাস, সাবেক জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম, সাবেক পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, সাবেক সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আনারুল ইসলামসহ কারাগারে থাকা আওয়ামী লীগের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের আরও কয়েকজন নেতা পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য আবেদন করেননি।

মেহেরপুরের দুটি সংসদীয় আসনের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে জেলা নির্বাচন অফিস থেকে সরবরাহ করা ভোটার তথ্যের সিডি বিশ্লেষণ করে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

মেহেরপুর জেলা নির্বাচন অফিসের প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী, জেলার দুটি আসনে মোট ভোটারের সংখ্যা ৫ লাখ ৮৭ হাজার ৬৮০ জন। পুরুষ ভোটার ২ লাখ ৯২ হাজার ৯৭৭ জন, নারী ভোটার ২ লাখ ৯৪ হাজার ৬৯৭ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ৬ জন। এদের মধ্যে নতুন ভোটার ৩১ হাজার ৭১৪ এবং পোস্টাল ভোটারের সংখ্যা ৬ হাজার ৬৬২ জন।

উল্লেখ্য, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে সামনে রেখে প্রবাসে অবস্থানরত ভোটার, নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং আইনানুগভাবে হেফাজতে থাকা ব্যক্তিদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে আইটি-সাপোর্টেড পোস্টাল ব্যালট পদ্ধতি

চালু করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে অবস্থানরত (আইসিপিভি) ভোটারদের মধ্যে ব্যালট পাঠানো হচ্ছে।

ইসি ও প্রবাসী ভোটার নিবন্ধন বিষয়ক ওসিভি-এসডিআই প্রকল্প সূত্রে জানা গেছে, শনিবার বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরে অবস্থানরত ৫ লাখ ১৮ হাজার ৬০৩ জন ভোটারের কাছে ব্যালট পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে ৭ হাজার ৩৬৭ জন ব্যালট গ্রহণ করেছেন এবং ৪ হাজার ৯০২ জন ভোটদান সম্পন্ন করেছেন। পাশাপাশি ২ হাজার ৩৯৪ জন ভোটার পোস্ট অফিস বা ডাকবাক্সে ব্যালট জমা দিয়েছেন।

অন্যদিকে, পোস্টাল ভোট বিডি অ্যাপের মাধ্যমে নিবন্ধনকারী চার লাখ ৫৮ হাজার ৫৯ জন প্রবাসী ভোটার ইতোমধ্যে ভোটদান সম্পন্ন করেছেন বলে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে। ইসির তথ্য অনুযায়ী, শনিবার বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত সাত লাখ ৬৬ হাজার ৮৬২টি ব্যালট সংশ্লিষ্ট প্রবাসী ভোটারদের গন্তব্য দেশে পৌঁছেছে। এর মধ্যে পাঁচ লাখ ১৮ হাজার ৩৪৫ জন ব্যালট গ্রহণ করেছেন এবং এক লাখ ৪৪ হাজার ৮৬০টি ভোটের ব্যালট দেশে ফিরে এসেছে।

মাসুদ অরুন, আমজাদ হোসেনসহ ২২ জন পেলেন ধানের শীষ

মেহেরপুর-১ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুন ও মেহেরপুর-২ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আমজাদ হোসেনসহ মোট ২২ জন প্রার্থীর হাতে ধানের শীষ প্রতীক তুলে দিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে গতকাল সোমবার দুপুরে যশোর উপশহরের ক্রীড়া উদ্যানে আয়োজিত জনসভায় তিনি এসব প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেন ও প্রতীক তুলে দেন।

সকাল থেকেই কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, মাগুরা, ঝিনাইদহ ও নড়াইল জেলা থেকে দলীয় প্রার্থীসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতা-

কর্মীরা মিছিল নিয়ে সমাবেশস্থলে আসতে শুরু করেন। বেলা ১২টার মধ্যেই জনসভাস্থল কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়। সমাবেশে তারেক রহমান যশোরসহ এই সাত জেলার বিএনপি মনোনীত প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেন।

মনোনীত প্রার্থীরা হলেন, মাসুদ অরুন (মেহেরপুর-১), মো. আমজাদ হোসেন (মেহেরপুর-২); মো. নুরুজ্জামান লিটন (যশোর-১), মোছাঃ সাবিরা সুলতানা (যশোর-২), অনিন্দ্য ইসলাম অমিত (যশোর-৩), মতিয়ার রহমান ফারাজী (যশোর-৪), রশীদ আহমদ (যশোর-৫), মো. আবুল হোসেন আজাদ (যশোর-৬); রেজা আহমেদ (কুষ্টিয়া-১), রাগীব রউফ চৌধুরী (কুষ্টিয়া-২), মো. জাকির হোসেন সরকার (কুষ্টিয়া-৩), সৈয়দ মেহেদী আহমেদ রুমী (কুষ্টিয়া-৪); মো. শরীফুজ্জামান (চুয়াডাঙ্গা-১), মাহমুদ হাসান খান (চুয়াডাঙ্গা-২); মো. মনোয়ার হোসেন (মাগুরা-১), নিতাই রায় চৌধুরী (মাগুরা-২);

মো. আসাদুজ্জামান (ঝিনাইদহ-১), মো. আব্দুল মজিদ (ঝিনাইদহ-২), মোহাম্মদ মেহেদী হাসান (ঝিনাইদহ-৩), মো. রাশেদ খান (ঝিনাইদহ-৪); বিশ্বাস জাহাঙ্গীর আলম (নড়াইল-১) ও এ. জেড. এম. ফরিদুজ্জামান (নড়াইল-২)।

বিএনপির নেতারা জানান, জনসভা শেষে তারেক রহমান হেলিকপ্টারযোগে ঢাকায় ফেরেন। এর আগে তিনি খুলনায় আরেকটি নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য দেন।

মেহেরপুরের পিরোজপুরে তাজউদ্দিন খানের নির্বাচনী প্রচারণা ও সমাবেশ

মেহেরপুরের পিরোজপুর গ্রামে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী ও জেলা জামায়াতের আমির তাজ উদ্দিন খানের নির্বাচনী প্রচারণা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) বাদ আসর থেকে গ্রামের প্রধান সড়কগুলোতে ব্যাপকভাবে প্রচারণা চালানো হয়। নেতাকর্মী ও সমর্থকরা মাইকিং, লিফলেট বিতরণ এবং দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রচার করে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রচারণা শেষে গ্রামের একটি স্থানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের আয়োজন করা হয়, যেখানে স্থানীয় নেতাকর্মী, সমর্থক এবং সাধারণ জনগণ উপস্থিত ছিলেন।

সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তাজ উদ্দিন খান বলেন, “ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনই আমাদের মূল লক্ষ্য। দল-মত নির্বিশেষে, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে নিয়ে আমরা এ দেশ গড়তে চাই। আমরা দুর্নীতিমুক্ত রাখবো এ দেশকে, আর দুর্নীতিমুক্ত থাকবো আমরা নিজেরা। জনগণের বিশ্বাস ও ভালোবাসার প্রতিদান আমরা সততা ও সেবার মাধ্যমে দিতে চাই।”

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির মাওলানা মাহবুবুল আলম, জেলা শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, জেলা শিবিরের সভাপতি আব্দুল সালাম, সদর উপজেলা জামায়াতের আমির সোহেল রানা, সেক্রেটারি ও আমঝুপি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জাব্বারুল ইসলামসহ ১১ দলীয় জোটের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

মেহেরপুরের দুটি ওয়ার্ডে মাসুদ অরুনের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা

মেহেরপুরের ৫ ও ২ নম্বর ওয়ার্ডে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুনের পক্ষে ধানের শীষ প্রতীকের নির্বাচনী প্রচারণা ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার বিকেলে এ দুই ওয়ার্ডে পৃথকভাবে এ প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

৫ নম্বর ওয়ার্ডে পৌর বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আব্দুস সামাদের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত প্রচারণায় অংশ নেন পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক ভিপি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস। এ সময় জেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক শিমুল বিশ্বাসসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের স্থানীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

অপরদিকে, ২ নম্বর ওয়ার্ডে অনুষ্ঠিত নির্বাচনী প্রচারণায় উপস্থিত ছিলেন পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক ভিপি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস। এ সময় উপস্থিত ছিলেন পৌর ছাত্রদলের সভাপতি তৌফিক এলাহী, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদসহ বিএনপি ও ওয়ার্ড পর্যায়ের বিভিন্ন নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

প্রচারণাকালে নেতাকর্মীরা ধানের শীষ প্রতীকের পক্ষে ভোট প্রার্থনা করেন এবং সাধারণ মানুষের মাঝে লিফলেট বিতরণ করেন।

প্রতিশ্রুতিগুলো কাগজেই রয়ে গেছে

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে মেহেরপুর-মুজিবনগরে আবারও শোনা যাচ্ছে পরিচিত সব প্রতিশ্রুতি, চাকরি, শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান ও আধুনিক উন্নয়ন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, গত দেড় যুগে এই এলাকার বাস্তবতায় কী বদলেছে, আর কোন প্রতিশ্রুতিগুলো কাগজেই রয়ে গেছে? সরেজমিন বাস্তবতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মেহেরপুর ও মুজিবনগরে দৃশ্যমান উন্নয়ন প্রধানত অবকাঠামোকেন্দ্রিক। সড়ক, ভবন, প্রশাসনিক স্থাপনা ও স্মৃ়সৌধ উন্নয়নের কাজ হয়েছে।

তবে এসব উন্নয়ন স্থানীয় মানুষের আয় ও কর্মসংস্থানে কতটা প্রভাব ফেলেছে- সেটিই এখন বড় প্রশ্ন। নির্বাচনী ইশতেহার ও সভা-সমাবেশে বারবার শিল্পায়নের কথা বলা হলেও বাস্তবে বড় কোনো শিল্প কারখানা গড়ে ওঠেনি। ফলে শিক্ষিত যুবকদের জন্য বেসরকারি চাকরির সুযোগ খুবই সীমিত। স্থানীয়ভাবে গড়ে ওঠা কিছু ছোট ব্যবসা ও দোকান কর্মসংস্থানের সামান্য সুযোগ তৈরি করলেও তা ক্রমবর্ধমান কর্মপ্রত্যাশীদের তুলনায় নগণ্য।

মেহেরপুরের প্রগতিশীল মানুষ মাহবুবুল হক মন্টু বলেন, মেহেরপুরে বিভিন্ন সময়ে রেল লাইন, কৃষি গবেষণা ও কৃষি ইন্সটিটিউট, ফল ও সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষিভিত্তিক শিল্প, কোল্ড স্টোরেজ বা খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র, মেডিকেল কলেজ গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতির কথা ছিল। কিন্তু পরিকল্পনার অভাব ও উদ্যোগহীনতায় তা হয়নি। অধিকাংশ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় বাইরের ঠিকাদার ও শ্রমিক নিয়োগ দেওয়া হয়। ফলে স্থানীয় শ্রমজীবী মানুষের জন্য দীর্ঘমেয়াদি কাজের সুযোগ তৈরি হয় না। কাজ শেষ হলে কর্মসংস্থানও শেষ হয়ে যায়। মানুষ এবার যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের কথা বলছেন।

মুজিবনগরের দিনমজুর রমজান আলী বলেন, রাস্তা বানানোর সময় কয়েক মাস কাজ পাই, তারপর আবার বেকার। এতে বোঝা যায়, উন্নয়ন প্রকল্পগুলো কর্মসংস্থানমুখী না হওয়ায় স্থায়ী আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হচ্ছে না।

নারী কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও বাস্তবতা হতাশাজনক। সরকারি প্রশিক্ষণ বা ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম থাকলেও তা পর্যাপ্ত নয়। অধিকাংশ নারী এখনো ঘরকেন্দ্রিক অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমেই সীমাবদ্ধ। সমাজকর্মী তৃপ্তি কনা বিশ্বাসের ভাষায়, নারীদের জন্য আলাদা শিল্প এলাকা, প্রশিক্ষণ ও বাজার সংযোগ ছাড়া টেকসই পরিবর্তন আসবে না। এবারও যারা এসব পরিবর্তণের প্রতিশ্রুতি দেবেন তাদেরকেই চাচ্ছি।

মানবাধিকারকর্মী দিলারা জাহান বলেন, নারীর জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও নিরাপদ কর্মক্ষেত্র ছাড়া উন্নয়ন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

এছাড়া সংখ্যালঘু ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা ও অধিকার নিয়েও উদ্বেগ রয়েছে। এই মানবাধিকার কর্মীর মতে, নির্বাচনের সময় সবাই সমতার কথা বললেও বাস্তবে বৈষম্য থেকেই যাচ্ছে। আমরা নারীদের উৎসাহ যোগাচ্ছি যারা কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী করবেন তাদেরকে ভোট প্রদানের জন্য।

মুজিবনগরের ঐতিহাসিক গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও পর্যটন ও গবেষণাভিত্তিক কর্মসংস্থান গড়ে ওঠেনি। স্মৃতিসৌধকেন্দ্রিক আয়োজন বছরে নির্দিষ্ট কিছু দিনে সীমাবদ্ধ। নিয়মিত পর্যটন অর্থনীতি গড়ে না ওঠায় স্থানীয় ব্যবসা ও কর্মসংস্থানও স্থায়ী রূপ পায়নি। এই বাস্তবতার আলোকে ভোটারদের প্রশ্ন বদলেছে। তারা জানতে চাইছেন— আগের প্রতিশ্রুতি কেন বাস্তবায়িত হয়নি, নতুন

প্রতিশ্রুতির বাস্তব রূপরেখা কী এবং কোন সময়ে কত কর্মসংস্থান হবে। মুজিবনগরের ভোটারদের কাছে এবারের নির্বাচন তাই আবেগের নয়, জবাবদিহিতা ও সক্ষমতার পরীক্ষা। ইতিহাসের গৌরব নয়, তারা এখন চাইছে বাস্তব জীবনের নিরাপত্তা, কাজ, আয় ও সম্মানের নিশ্চয়তা।

গাংনীতে দুই সার ডিলারকে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধানখোলা ও বাওট বাজারে সারের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির দায়ে দুই সার ডিলারকে মোট ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল রবিবার দুপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাবিদ হোসেন এ জরিমানা আদায় করেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, ধানখোলা বাজারের মেসার্স কাদের স্টোর এবং বাওট বাজারের মেসার্স শরিফ অ্যান্ড সন্স অনিয়মতান্ত্রিকভাবে সার মজুদ করে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করছিল।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পরিচালিত অভিযানে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় কৃষি বিপণন আইন–২০১৮ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান দুটিকে পৃথকভাবে ২০ হাজার টাকা করে মোট ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযানের সময় গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মতিয়র রহমানসহ পুলিশের একটি টিম উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে পৌর যুবদল ও ছাত্রদলের নেতৃত্বে নির্বাচনী প্রচারণা

মেহেরপুরে পৌর যুবদল ও ছাত্রদলের নেতৃত্বে মাসুদ অরুনের পক্ষে ধানের শীষের নির্বাচনী প্রচারণা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মেহেরপুর-১ আসনের ধানের শীষের প্রার্থী মাসুদ অরুনের দিকনির্দেশনা ও পরামর্শে প্রতিদিনের ধারাবাহিক ওয়ার্ডভিত্তিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে মেহেরপুরের ১নং ওয়ার্ডে গতকাল রবিবার ধানের শীষের নির্বাচনী প্রচারণা, গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কর্মসূচিতে যুবদল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা ধানের শীষের পক্ষে স্লোগান দেন, সাধারণ মানুষের মাঝে ধানের শীষ প্রতীকের লিফলেট বিতরণ করেন এবং আসন্ন নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে সমর্থন কামনা করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, পৌর যুবদলের সদস্য সচিব নওশেল আহমেদ রনি, জেলা যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইদুর সুজন, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আবু হাসনাত আফরোজ, পৌর ছাত্রদলের সদস্য সচিব জারজিস ইউসুফ রমিকসহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের যুবদল ও ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ।

বারি সরিষা-২০ উৎপাদনে মেহেরপুরে মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে মেহেরপুরে বারি সরিষা-২০ এর উৎপাদন কর্মসূচির ওপর মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার (০১ ফেব্রুয়ারি) বিকেল ৪টার দিকে সদর উপজেলার বাড়াদি

এলাকায় কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের নিজস্ব গবেষণা কেন্দ্র প্রাঙ্গণে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

অনুষ্ঠানে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট মেহেরপুরের প্রকল্প পরিচালক ড. মোঃ মতিয়ার রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর মেহেরপুরের উপ-পরিচালক কৃষিবিদ সনজীব মৃধা।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাড়াদি বিএডিসির ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদন খামারের উপ-পরিচালক মির্জা শফিকুল ইসলাম, কৃষি বিজ্ঞানী ড. জাহাঙ্গীর হোসেনসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

এ সময় প্রায় ৫০ জন কৃষক-কৃষাণী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এবং বারি সরিষা-২০ এর চাষ পদ্ধতি ও সুফল সম্পর্কে ধারণা নেন।

বক্তারা বলেন, বারি সরিষা-২০ একটি লাভজনক চান্স ফসল। একই জমিতে দুইবার ধান চাষের মধ্যবর্তী সময়ে মাত্র ৮৫ দিনে এ সরিষা চাষ করা সম্ভব। এতে বিঘা প্রতি অন্তত ৬-৭ মণ ফলন পাওয়া যায়। সরিষা চাষে খরচ খুবই কম মাত্র ৫ থেকে ৬ হাজার টাকা। খরচ বাদ দিয়ে চান্স ফসল হিসেবেই একজন চাষি ২০ থেকে ২২ হাজার টাকা লাভ করতে পারেন।

বর্তমানে নিয়মিত বারি সরিষা-১৪ চাষের কারণে রোগবালাই বৃদ্ধি পেয়েছে এবং উৎপাদন আগের তুলনায় কমে যাচ্ছে। তাই চাষিদের লাভজনক বিকল্প হিসেবে বারি সরিষা-২০ চাষে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।

মেহেরপুরের আমঝুপিতে ছাত্রদলের ধানের শীষের পক্ষে গণসংযোগ ও সমাবেশ

মেহেরপুর সদর উপজেলা ছাত্রদলের নেতৃত্বে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুনের পক্ষে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট চেয়ে গণসংযোগ ও সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।